কিশোরীর মনস্তত্ত্বে বিচ্যুত আচরণের সম্ভাবনা ও অপরাধ প্রবণতা

সুহেলী সায়লা আহমদ

কৈশোর মানুষের জীবনে এক বিশেষ কাল। এটি হলো বয়ঃসন্ধির সময়। এ সময় শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মনোরাজ্যেও নানা ধরনের পরিবর্তন হয়। কৈশোরে মানুষের কাজকর্মে, আচার ব্যবহারে অস্থিরতা দেখা যায়। কৈশোরে মন চায় প্রচলিত নিয়মকানুন ভেঙে ইচ্ছামতো জীবনযাপন করতে। তাই কৈশোরে কিশোর-কিশোরীর জন্য প্রয়োজন বিশেষ মনোযোগ আর যত্ন। কারণ এই বয়সে মনে যে আবেগ তৈরি হয় তা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব হয় না। তাই দেখা যায় জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশে থেকেও কোনো কোনো কিশোর বা কিশোরী সম্ভাবনার উৎস না হয়ে বিচ্যুত আচরণকারীতে পরিণত হয়। আর যদি কিশোর বা কিশোরীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ জীবনধারণের জন্য প্রতিকূল হয়, তবে তার পক্ষে সরাসরি আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিচ্যুত আচরণ (Deviant Behaviour) হলো সমাজের প্রচলিত সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও রীতিনীতি বিরোধী কাজ করা। অর্থাৎ, এমন কোনো কাজ করা যা সমাজের প্রচলিত শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে। আর তা যদি রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের বিরোধী হয়, তবে নির্দিষ্ট বয়সসীমার ওই শিশু-কিশোরেরা কিশোর অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর ক্রমবর্ধমান এই চিত্রে মেয়েশিশুরা অর্থাৎ কিশোরীরা আলোচনায় চলে আসছে। আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কিশোরীদের অপরাধ প্রবণতার চিত্র একটু ভিন্ন। কিশোরীরা যে সকল সময় সরাসরি আইনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে তা নয়। তারা অনেকটাই পরিস্থিতির শিকার। আমাদের দেশে গৃহস্থালির কাজে নিয়োজিত কিশোরীদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ বেশ পুরোনো। তবে সাম্প্রতিককালে মাদক বহন ও বিক্রি, খুন, বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার মতো অভিযোগগুলোর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) কোনাবাড়ি, গাজীপুরে মোট আসন সংখ্যা ১৫০। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী নিবাসীদের মধ্যে বাবা মায়ের অমতে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করেছে এমন অভিযোগই বেশি। বাকিদের মধ্যে হত্যা, মাদক, চুরি, নারী ও শিশু পাচারের মামলা রয়েছে। অপর দিকে ড. নাহিদ ফেরদৌসী তাঁর Juvenile Justice System in Bangladesh শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের মেয়েশিশুরা ছেলেশিশুদের চাইতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে কম জড়িত হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন, বয়ঃসন্ধিকালে তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয়। তারা ভালো ও মন্দের তফাৎ করতে পারে না। তারা চারপাশের পরিবেশ দ্বারা অনেকাংশেই প্রভাবিত হয়। তারা দরিদ্র ও ভঙ্গুর পরিবারের (Broken Family) সন্তান। এই ভঙ্গুর পরিবারগুলোর পারিবারিক দ্বন্দ্ব এই কিশোরীদের সাথে তাদের আন্তঃসম্পর্ক দুর্বল করে দিয়েছে। ড. নাহিদ ফেরদৌসী তাঁর গবেষণায় আরো দেখিয়েছেন যে, এই দরিদ্র কিশোরীরা যে স্বেচ্ছায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তা নয়। বরং পরিবারের ও নিজের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য তারা মূলত বিভিন্ন বিচ্যুত আচরণ করে থাকে। কিশোরীরা তাদের পরিবার ও চারপাশের প্রভাবেও বিপথে পরিচালিত হয়।

সিমন (R Simon) তাঁর Women and Crime বইতে নারীদের অপরাধ প্রবণতার কারণ হিসেবে সুযোগের বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শ্রমবাজারে যদি পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ সমান হয়, তবে নারীর সুযোগ সুবিধা, দক্ষতা ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে। অপরদিকে Hagan, Simson এবং Gillis তাদের The Class Structure of Gender and Delinquency শীর্ষক গবেষণায় বলেছেন, পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে মেয়েরা তুলনামূলকভাবে কম অপরাধে জড়িত হয়। কারণ তাদের মায়েরা নিবিড় পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

ড. সাবিনা শারমিন তাঁর Juvenile Delinquency in Bangladesh: Dynamics and legal Implications শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের কিশোর ও কিশোরীদের অপরাধ প্রবণতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারতম্য রয়েছে। তিনি গবেষণায় তুলে ধরেছেন, কিশোরীদের তুলনায় কিশোরদের অপরাধ প্রবণতার হার অনেক বেশি। জুডিথ রিডার তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, প্রিয়জনদের সাথে বিচ্ছিন্নতা ও অনুপস্থিতি কিশোরীদের বিভিন্ন ধরনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহিংস আচরণের দিকে ঠেলে দেয়।

বাংলাদেশে নয় থেকে আঠারো বছর বয়সসীমার মধ্যে যে সকল কিশোরী সমাজ ও রাষ্ট্রের আইনবিরোধী কোনো কাজ করে, তাদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের জন্য গাজীপুরের কোনাবাড়িতে অবস্থিত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে (বালিকা) পাঠানো হয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে বলা যায়, মেয়েশিশু হিসেবে কিশোরীদের ওপর পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যার ফলে কিশোরদের মতো পরিবারের বাইরে গিয়ে কিশোরীরা সহজেই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে না। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে (বালিকা) যে কিশোরীরা রয়েছে, তাদের বেশিরভাগই পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার মতো বিচ্যুত আচরণের সাথে সম্পৃক্ত। সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে, কেন্দ্রের নিবাসীদের মধ্যে ৪১ শতাংশই বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করা কিশোরী।

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের (বালিকা) তথ্য অনুসারে, এ সকল ক্ষেত্রে মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে অপহরণের মামলা করা হয়। মামলায় আদালত ছেলেকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং মেয়ের কাছে জানতে চান সে কোথায় যাবে। বাবা-মায়ের অসম্মতিতে বিয়ে হওয়ায় মেয়েরা নিজের পরিবারে ফিরতে চায় না। আবার অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় আদালত তাকে নিজের জিম্মায় না ছেড়ে শিশু উন্নয়ন (বালিকা) কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় কিশোরীরা দেশের প্রচলিত আইন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। ফলে পালিয়ে বিয়ে করার মতো বিচ্যুত আচরণটি করলে কী কী ধরনের আইনি জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। তা ছাড়া মাদক সেবন ও বহন, হত্যা, চুরি এ সকল অপরাধের বিপরীতে কী ধরনের আইন প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিশোরীরা অবগত নয়। অথচ বাংলাদেশের ২০১৩ সালের শিশু আইনে নয় থেকে অনূর্ধ্ব আঠারো বছরের মেয়েশিশু আইনের সংস্পর্শে এলে তাদের শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে (বালিকা) পাঠানোর নির্দেশিকা রয়েছে।

কিশোর বয়সের অন্যতম দিক হলো কিশোর ও কিশোরীরা এ বয়সে আবেগের প্রাবল্যে ভাসে। তাই এ সময় তাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে। এ সময় সন্তানের প্রতি বাবা-মার উদাসীনতা এবং অতি শাসন দুটোই ক্ষতিকর। অর্থাৎ, কিশোর ও কিশোরীদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ নিশ্চিত করতে বাবা-মায়ের দায়িত্ব পালন করতে হবে। মাদক সেবন ও বিক্রি, হত্যা বা চুরি-ছিনতাই ধরনের অপরাধে কিশোর-কিশোরীদের সরাসরি সম্পৃক্ততার খবর আমরা কম পেলেও শিশু উন্নয়ন (বালিকা) কেন্দ্রে এই অভিযোগে অভিযুক্তদের পাওয়া যায়। তাই কিশোরীদের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াটিকে গুরুত্ব দিতে হবে। সঠিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিশোরীদের সমাজে যথোপযুক্ত আচরণ করতে শেখাতে হবে। মনে রাখতে হবে, সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশু যে কেবল সমাজের আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগত হয় তা নয়, বরং সমাজে তার অবস্থান সম্পর্কেও একটি ধারণা গড়ে ওঠে। নিজের সম্পর্কে সঠিক ধারণাই কিশোরীদের বিচ্যুত আচরণ করতে বাধা দেবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, কুসংস্কার ইত্যাদি কারণে কিশোরীরা তাদের বয়ঃসন্ধিকালে নিজেদের কৌতূহলী মনের পিপাসা সঠিকভাবে পূরণ করতে পারে না। চারপাশের জগৎ তাদের কাছে অপরিচিতই রয়ে যায়। তা ছাড়া পরিবারে বাবা-মায়ের সম্পর্কের টানাপোড়েন ও অন্য সদস্যদের স্নেহবঞ্চিত কিশোরীরা সহজেই চারপাশের পরিবেশ ও পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভ্রান্ত হতে পারে এবং খুব সহজেই অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় না হলেও কিশোরীরা সমবয়সীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও বিচ্যুত আচরণ করতে পারে। পরিবারের অপরাধের ইতিহাস, পরিবেশ এবং পরিস্থিতি কিশোরীর ব্যক্তিত্বের ওপর গভীর ছাপ ফেলতে পারে। তাই ছেলেশিশুর পাশাপাশি মেয়েশিশুর শিক্ষার বিষয়টি যেমন গুরুত্ব দিতে হবে, তেমনি তাকে রাখতে হবে নিবিড় পরিচর্যায়। যেন কিশোরীর মনস্তত্ত্বে বিচ্যুত আচরণ নয়, বরং সুস্থ স্বাভাবিক এবং গঠনমূলক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে।

Containment Theory অনুযায়ী মানুষ বিকর্ষক উপাদান (Push factor) অথবা আকর্ষক উপাদান (Pull factor)-এর কারণে অপরাধের দিকে ধাবিত হতে পারে। অপরাধীর আচরণে অভ্যন্তরীণ (Inner Containment) এবং বহিঃস্থ (Outer Containment) নিয়ন্ত্রণ বিকর্ষক উপাদানের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। Reckless তাঁর Containment Theory-তে আকর্ষক ও বিকর্ষক অনেক উপাদানের কথা বলেছেন, যা অপরাধমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে। বিকর্ষক উপাদানগুলোর অন্যতম হলো বেঁচে থাকার জন্য স্বাভাবিক পরিবেশ পরিস্থিতি না থাকা বা বিরুদ্ধ জীবনযাপন পদ্ধতি; যেমন দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, দলীয় কোন্দল, সামাজিক অবস্থান, পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব, অসমতা ইত্যাদি।

বিপরীতে আকর্ষক শক্তি হলো সেই উপদান, যা ব্যক্তিকে বিচ্যুত আচরণে উৎসাহিত করে। মানুষকে প্রত্যাশিত জীবনযাপন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে; যেমন অসৎসঙ্গ, বিচ্যুত আচরণকারী দল (Deviant group), অপসংস্কৃতি, দুষ্কৃতি, রটনা ইত্যাদি। মানুষ এগুলোর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। এই আলোকে বলা যায় সমবয়সী কিশোর অপরাধীদের সাথে অধিক মেলামেশার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, যা বিচ্যুত আচরণকে উদ্বুদ্ধ করে।

এই আকর্ষক ও বিকর্ষক শক্তির প্রভাবগুলো আলোচনা করতে গিয়ে র‍্যাকলেস তাঁর বহিঃস্থ দমন বা নিয়ন্ত্রণ এবং অন্তঃস্থ দমন বা নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। বহিঃস্থ নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝিয়েছেন সমাজ, রাষ্ট্র, গোত্র, গ্রাম, পরিবার, বিভিন্ন আদর্শ ও মূল্যবোধ দিয়ে মানুষকে বেঁধে রাখা। এই বহিঃস্থ শক্তির প্রভাবে পরিবারগুলো হয় সুগঠিত ও কার্যকর। এখান থেকে ব্যক্তি তিন ধরনের শিক্ষা পায়; যেমন, ১. পরিবারে ব্যক্তি নিয়মতান্ত্রিকতা শেখে, ২. স্কুল ও অন্যান্য সামাজিক দল ও অনুষ্ঠানে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে শেখে এবং ৩. দলের সাথে মিশে প্রত্যাশিত ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। Reckless বলেছেন অন্তঃস্থ নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিকে যে কোনো সমস্যা মোকাবেলার শক্তি জোগায়। তিনি চার ধরনের অন্তঃস্থ নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন, যা ব্যক্তিকে সঠিক পথ দেখাতে পারে; যেমন, নিজের সম্পর্কে ধারণা (Self-concept), সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য (Goal orientation), হতাশজনক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা/সহ্য করার ক্ষমতা (Frustration tolerance) এবং আদর্শ ও মূল্যবোধকে ধারণ করার ক্ষমতা (Norm retention)।

সঠিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই Reckless বর্ণিত Containment Theory অনুযায়ী নিজের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও সহ্য করার ক্ষমতা এবং আদর্শ ও মূল্যবোধকে ধারণ করার ক্ষমতা কিশোরী অর্জন করতে পারবে এবং নিজেকে বিচ্যুত আচরণ থেকে দূরে রাখবে। দারিদ্র্য, পারিবারিক অশান্তি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব, মূল্যবোধের সীমাতিক্রান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার মতো উপাদানগুলোর উপস্থিতি সত্ত্বেও Reckless-কে অনুসরণ করে বলা যায় যে, নিজের সম্পর্কে ধারণা কিশোরীকে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সচেতন নাগরিক হিসেবে জানার সুযোগ করে দেবে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কিশোরীকে তার সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যেই সুনির্দিষ্ট পথ দেখাবে। নিজের সম্পর্কে ধারণা যদি দুর্বল হয়, তবে তা হতাশা, ব্যর্থতা ও জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেবে। পাশাপাশি সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধকে ধারণ করতে পারলে সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ এবং আইন সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে উঠবে। তাই কিশোরীর স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের জন্য সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় তার বাবা-মা কিংবা তাদের অনুপস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ককে হতে হবে অধিক সচেতন।

সুহেলী সায়লা আহমদ সহকারী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান), মানবিক বিভাগ, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। shuhelisahmed@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. Gelles, Richard J, Levine, Ann; Sociology, Fifth edition, McGraw Hill, 1995.

২. fClinard, Marshall B, Sociology of Deviant Behavior, Rinehart & Company Inc, New York, 1958.

৩. Ferdousi, Dr. Nahid, Juvenile Justice System in Bangladesh, appl, Dhaka, 2012.

৪. Sharmin, Dr. Sabina, Juvenile Delinquency in Bangladesh: Dynamics and Legal Implication, Jagannath University, Dhaka, 2020.

৫. Cardwell, Stephanie M, Reckless Reevaluated: Containment Theory and its Ability to explain Desistance among Serious Adolescent Offender, Birmingham, 2013.